পার্টি-প্রতিষ্ঠা ও মাওবাদী গণযুদ্ধ-সূচনা'র ৫০-তম বার্ষিকী পালন করুন!

'গণযুদ্ধ' বুলেটিন/১৮ (মার্চ ২০২১)-এর প্রধান নিবন্ধ

(সংশোধিত-সংযোজিত ভাবে কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক পুন:প্রকাশ; জুন ২০২১)

৫০-বছর আগে ১৯৭১ সালের ৩ জুন আমাদের 'পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি' প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তৎকালীন নেতা ও পার্টি-প্রতিষ্ঠাতা কমরেড সিরাজ সিকদার(এসএস)-এর নেতৃত্বে। তখন ছিল পাকিস্তানের জাতীয় নিপীড়ক রাষ্ট্র থেকে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধ তথা মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল। তৎকালীন প্রধান বুর্জোয়া পার্টি আওয়ামী লীগ জনগণকে পাকিস্তানি গণহত্যার মুখে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল। তার আগে, গণহত্যার সূচনালগ্নেই, তাদের প্রধান নেতা শেখ মুজিব পাকিস্তানিদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। অন্য নেতারা ভারতে গিয়ে ক্ষমতার স্বার্থে জনগণের সংগ্রাম, লড়াই, ত্যাগ ও আত্মবলিদানকে পুঁজি করে ভারতের কাছে দেশ বিক্রি করে দেয়।

সে সময়টাতে মাওবাদীরা নবউদ্ভূত শক্তি হিসেবে তাদের বিবিধ রাজনৈতিক ও আত্মগত শক্তির দুর্বলতা সত্ত্বেও বিপদগ্রস্ত জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভারত-আওয়ামী ভুয়া মুক্তিযুদ্ধের বিপরীতে প্রকৃত/বিপ্লবী মুক্তিযুদ্ধ গড়ে তুলেছিলেন। আমাদের পার্টি-প্রতিষ্ঠাতা কমরেড এসএস ক্ষমতার শূন্যতার অবস্থায় বরিশালের পেয়ারা বাগান এলাকায় বিপ্লবী বাহিনী গঠন করে একটি স্বল্পস্থায়ী মুক্ত এলাকা গঠন করেন এবং সেখানেই ৩ জুন 'সর্বহারা পার্টি' প্রতিষ্ঠা করেন। এর আগে পাকিস্তান আমলে তিনি এ ধরনের একটি পার্টি গঠনের জন্য প্রস্তুতি-সংগঠন হিসেবে 'পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন' গঠন করেছিলেন। তাকেই তিনি '৭১-সালে কামানের গোলার শব্দের মাঝে সর্বহারা পার্টিতে রূপ দেন।

আমরা আজ যখন পার্টি-প্রতিষ্ঠার ৫০-তম বার্ষিকী পালন করছি তখন আমাদেরকে স্মরণ করতে হবে বিগত অর্ধশতাব্দীকাল ধরে আমাদের এই বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে ধারাবাহিক বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে, এবং তার অসংখ্য নেতা কর্মী ও জনগণের ত্যাগ ও আত্মবলিদানকে। স্মরণ করতে হবে পার্টি-প্রতিষ্ঠাতা কমরেড এসএস-এর অবদান, শিক্ষা ও বীরত্বপূর্ণ শহীদি আত্মবলিদানকে। এসবের পথনির্দেশ হিসেবে কাজ করেছিল আমাদের পার্টির বিপ্লবী মতাদর্শগত-রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক অবস্থানগুলো। অন্যদিকে গভীরভাবে সচেতন হতে হবে প্রতিষ্ঠাকালীন ও পরবর্তী বিভিন্ন পর্যায়ে পার্টির মতাদর্শগত-রাজনৈতিক-সামরিক লাইন ও সংগ্রামের বিবিধ ভুলভ্রান্তি ও ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতাগুলো সম্পর্কে। পার্টির এসব ইতিবাচক ভিত্তি এবং নেতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে সচেতন হতে এবং এদেশে মাওবাদী বিপ্লবী সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে বিগত প্রায় চার দশক ধরে পার্টিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এসএস-পরবর্তী পার্টি-নেতা কমরেড আনোয়ার কবীর। তিনি অবিরামভাবে পার্টির সুবিশাল অভিজ্ঞতার সারসংকলন করেছেন, সারসংকলনের প্রক্রিয়ায় নতুন সৃষ্ট ভুলগুলোকেও কাটিয়ে তুলেছেন এবং ধাপে ধাপে মাওবাদী লাইনগত সঠিকতায় পার্টিকে সজ্জিত করেছেন। যার বিকশিত রূপ চুম্বকে ও প্রাথমিকভাবে বিধৃত হয়েছে ২০১১ সালে গৃহীত "নতুন থিসিস" ও ২০১৭ সালের ৪র্থ কংগ্রেসের রিপোর্টে। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক নতুন প্রেক্ষাপটে দেশীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক গুণগত উচ্চতর দিশা এগুলো হাজির করেছে। যা পরবর্তী লাইনগত ও সাংগ্রামিক বিকাশের পথ করে দিয়েছে এবং তার নতুন ভিত্তি স্থাপন করেছে।

এই দিশা আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে যে, সত্তর দশকে বা তার ধারাবাহিকতায় পরেও দীর্ঘ সময়ব্যাপী আমরা সমগ্র মাওবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আমাদের পার্টির প্রতিষ্ঠা ও সংগ্রামকে দেখতে পারিনি। ফলে মাওবাদী ঐক্য গড়ে উঠতে পারেনি। ঐ সময়টিতে আমাদের পার্টি ছাড়াও আরো কিছু মাওবাদী কেন্দ্র এদেশে কাজ করেছে, যাদের মূল অংশগুলো '৭১-সালের মুক্তিযুদ্ধকালেও বিপ্লবী ভূমিকা রেখেছিল। তাদেরসহই সমগ্র মাওবাদী আন্দোলনকে আমাদের বিবেচনা করতে হবে। অবশ্য মাওবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল তারও কিছু আগে থেকেই, আমাদের পার্টি-প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি কার্যক্রম সহ। যদিও সে সময়কার আন্দোলনের মাওবাদী শক্তিগুলোর বড় অংশই পরে বিভিন্ন সময়ে দেশীয়-আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঝড়-ঝাপ্টায় অধঃপতিত হয়েছে, যেমনটা আমাদের পার্টি থেকেও হয়েছে।

এই দীর্ঘ সময়ের ঘাত-প্রতিঘাতে কীভাবে আমাদের পার্টি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে বিবিধ সংশোধনবাদী ও বিচ্যুতিপূর্ণ ধারাগুলোকে সংগ্রাম করেছে এবং নিজ ভুল-ভ্রান্তিকে সংশোধন করে আমাদের পার্টি-লাইনকে বিকশিত করেছে সেগুলো আত্মস্থ করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সেটা না করে আজ কোনো বিপ্লবী লাইনকে ও বিপ্লবী সংগ্রামকে ধারণ করা শেষ পর্যন্ত সম্ভব নয়। সম্ভব নয় পার্টি-প্রতিষ্ঠা বা মাওবাদী গণযুদ্ধের বার্ষিকী পালনকে অর্থবহ করা।

এই লাইনগত সংগ্রামে রয়েছে দেশীয় মতাদর্শগত-রাজনৈতিক-সামরিক লাইনের বিভিন্ন দিক, এবং আন্তর্জাতিক লাইনের বহু জটিল পথপরিক্রমা। যেক্ষেত্রে আমাদের পার্টি ক.আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বে অগ্রণী ভূমিকা রাখে এবং আজ এদেশে প্রকৃতপক্ষে প্রায় একক একটি মাওবাদী বিপ্লবী কেন্দ্র হিসেবে নিজের স্থান করে নিয়েছে। এখনো কিছু মাওবাদী কেন্দ্র এবং আন্তরিক মাওবাদী আমাদের পার্টির বাইরে রয়েছেন বটে, কিন্তু সন্দেহাতীতভাবে একটি আত্মপর্যালোচনামুখী গতিশীল সৃজনশীল ও বিপ্লবী মাওবাদী পার্টি হিসেবে আমাদের এই পার্টি আজ এদেশে প্রতিষ্ঠিত। যার ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে ক.এসএস ও ক.আক-এর শিক্ষামালা, যাকে সংশ্লেষিত করা হয়েছে আমাদের নতুন থিসিস, ৪র্থ কংগ্রেসের রিপোর্ট ও অন্যান্য দলিলপত্রে।

* একই রকমভাবে মাওবাদী গণযুদ্ধের ৫০-তম বার্ষিকীও আমরা পালন করবো। বাস্তবে '৭০-সাল থেকেই আমাদের পার্টি এদেশে মাওবাদী গণযুদ্ধের সূচনা করেছিল; অন্য কেন্দ্রগুলোরও কেউ কেউ। কিন্তু '৭১-সালের বিশেষ অবস্থাতেই মাওবাদী গণযুদ্ধ একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ সত্তা হিসেবে এদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে জোরালোভাবে আবির্ভূত হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ৭০-দশকের প্রথমার্ধে কয়েকটি মাওবাদী কেন্দ্রের নেতৃত্বে এই গণযুদ্ধ দেশজুড়ে এক বীরত্বপূর্ণ আলোড়নধর্মী সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল। যার মাঝে আমাদের পার্টি সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল।

তবে সবাই জানেন যে, সে উত্থান টিকে থাকতে পারেনি, যার কারণ হিসেবে কাজ করেছিল একদিকে বিপ্লব-বিরোধী গণশত্রুদের বর্বর দমন-নির্যাতন, অন্যদিকে মাওবাদী (আমাদের পার্টিসহ) আন্দোলনের নিজস্ব ভুল-ভ্রান্তিও – যার কিছু কিছু ছিল খুব গুরুতর। একই রকমভাবে পরবর্তী উত্থানগুলোও– আমাদের ও অন্যদের, বিশেষত আমাদের পার্টির নেতৃত্বে ৮০-র দশকে মাদারীপুর-সংগ্রাম ও কিছু পর দেশব্যাপী ২য় সশস্ত্র উত্থান– বিপর্যস্ত হয়ে যায়। যার সাথে যুক্ত হয়েছে বিগত প্রায় দেড় দশক ধরে বিশ্বব্যাপী মাওবাদী আন্দোলনের বিপর্যয় থেকে সৃষ্ট বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলনের গুরুতর সংকট।

এসবকে কাটানোর জন্য বিশ্বের সকল আন্তরিক বিপ্লবাকাঙ্ক্ষী ও বিপ্লবী শক্তির সাথে আমাদের পার্টিও কাজ করছে– বিগত সুদীর্ঘকাল ধরে। বিশ্ব মাওবাদীদের নতুন কেন্দ্র হিসেবে **'রিম'** গঠন করা হয়েছিল, যার নেতৃত্বে ও প্রভাবে সারা বিশ্বে এক নতুন বিপ্লবী জোয়ার সৃষ্টি হচ্ছিল। কিন্তু দুই দশক ধরে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সত্ত্বেও এ শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষ থেকে বিবিধ কারণে রিম অকার্যকর হয়ে পড়ে। এর মাঝে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো হলো– এক) পেরুতে গণযুদ্ধ-বিরোধী একটি ডান লাইনের আবির্ভাব– যাতে কোনো না কোনো ভাবে পেরু-পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এক বিরাট অংশের সম্পৃক্ততা ছিল; দুই) নেপালে প্রচণ্ড-সংশোধনবাদ কর্তৃক গণযুদ্ধ বর্জন ও বিপ্লবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা; এবং তিন) আমেরিকার এ্যাভাকিয়ান-নেতৃত্বের 'নয়া কমিউনিজম' নামে মালেমা'র সারবস্তু সর্বহারা শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গির থেকে বিচ্যুত হওয়া। পাশাপাশি বিশ্বের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাওবাদী শক্তি কর্তৃক রিম তথা বিপ্লবী কমিউনিস্টদের একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র গড়ে তোলার জরুরিত্ব সম্পর্কে অসচেতনতাও আমাদের আন্তর্জাতিক ঐক্য ও শক্তিকে দুর্বল করেছে।

তবে আমাদের পার্টিসহ বিশ্বের আন্তরিক মাওবাদী বিপ্লবীগণ পুনরায় সমস্যাগুলো আলোচনা করছেন এবং নতুন ভাবে একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র/সমঝোতা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। এ উদ্যোগে আমাদের পার্টিও ভূমিকা রাখছে।

* এর মাঝে বিশ্ব ও দেশীয় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিরও বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে যা গণযুদ্ধের রণনীতি-রণকৌশলকে বড় রকমের প্রভাবিত করছে। বিশেষত, আমাদের মত প্রায় দেশেই আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। যদিও কৃষি মূলত আধা-সামন্ততান্ত্রিকই রয়ে গেছে, যাকে ভিত্তি করেই এই বিরাট পরিবর্তনকে ধারণ করতে হবে।

উপরোক্ত বিষয়ের সাথে সাথে যোগাযোগব্যবস্থা, মোবাইল-আইটি, সামরিক প্রযুক্তি ও সাধারণভাবে প্রযুক্তি– ইত্যাদির বিরাট উন্নয়ন, এবং পাশাপাশি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরাট শক্তিশালী হয়ে ওঠা, সামরিক প্রশ্নকে আগের চেয়ে বহু ধরনে ভিন্নভাবে উপস্থাপিত করছে– যার সমাধান এখনো সম্পূর্ণভাবে হয়নি। বিভিন্ন দেশে মাওবাদী গণযুদ্ধের অব্যাহত কষ্টকর অনুশীলনের মধ্য দিয়েই শুধু এ সমস্যা কাটিয়ে তোলা যেতে পারে। সংগ্রাম ও যুদ্ধের নীতি-কৌশলকে অবশ্যই বিকশিত করতে হবে। পূর্বের লড়াই-সংগ্রামের কোনো কার্বন কপি কাজ করবে না। যদিও গ্রামকে ভিত্তি করে কৃষককে প্রধান ধরে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের রণনীতিকে আঁকড়ে ধরেই সেটা হতে পারে; অন্য কোনোভাবে নয়।

* বিশ্ব ও দেশীয় পরিস্থিতির পরিবর্তনগুলো সম্পর্কেও আমাদের সচেতন থাকতে হবে। বিশ্বে এখন আর কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশ না থাকাতে বিশ্ব পরিসরে এখন তিনটি মৌলিক দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল। যার মাঝে সাম্রাজ্যবাদের সাথে নিপীড়িত জাতি-জনগণের দ্বন্দ্বটি প্রধান। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-ব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্ব পুনরায় দুই মেরু-বিশ্বে বিভক্তির আভাস দিচ্ছে– একদিকে মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের মিত্ররা, বিপরীতে চীনা সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও রাশিয়ান সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের নেতৃত্বাধীন শক্তিগুলো। এটা তাদের মাঝে সংকটকে ঘনীভূত করে তুলছে। ফলশ্রুতি হিসেবে বিশ্বের দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ ও তার বিবিধ পলিসির বিরুদ্ধে এবং তাদের যুদ্ধ-তৎপরতার বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম ফেটে পড়ছে। সংকট থেকে রেহাই পাবার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও দালালরা ফ্যাসিবাদের আশ্রয় নিচ্ছে। তারা তাদের যুদ্ধ-প্রস্তুতিকে বিরাটভাবে বাড়িয়ে চলছে। এ সব কিছুই জনগণের সংগ্রামকে সঠিক আদর্শ, কর্মসূচি ও পথে পরিচালনার গুরুত্বকে তুলে ধরছে। বস্তুগত বিপ্লবী পরিস্থিতির চেয়ে আমাদের মালেমা-বাদী শক্তির আত্মগত সামর্থ অনেক পিছিয়ে রয়েছে। বিপ্লবী পার্টি, সংগ্রাম ও গণযুদ্ধকে বিকশিত করে এ পার্থক্যকে কমিয়ে আনার জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে বহুগুণ বাড়াতে হবে।

* পার্টি-প্রতিষ্ঠা ও মাওবাদী গণযুদ্ধের ৫০-তম বার্ষিকীতে আমাদের পার্টির কর্তব্যগুলো সম্পর্কে পরিষ্কার থাকতে হবে। সেগুলো হলো– ১) সকল আন্তরিক মাওবাদীদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে নতুন ধরনের একটি একক মাওবাদী পার্টি গড়ে তোলা। ২) এমন একটি পার্টির নেতৃত্বে একটি সফল গণযুদ্ধ গড়ে তোলা। ৩) বিপুল জনগণকে বহুবিধ ও বিচিত্র ধরনের সংগঠন ও ফ্রন্টে সংগঠিত ও ঐকবদ্ধ করা। এবং ৪) বিশ্বব্যাপী মাওবাদীদের একটি নতুন 'আন্তর্জাতিক' গড়ে তোলা। যে কাজগুলোর ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে গুণগতভাবে উচ্চতর একটি মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইন এবং সামরিক ও আন্তর্জাতিক লাইন।

এই গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যগুলোকে সামনে রেখে আমাদের সকল স্তরের নেতা-কর্মী-সমর্থক ও জনগণকে এগিয়ে চলতে হবে বৃহত্তর সংগ্রামের দিকে। এবং সকল বিপ্লবীর স্বপ্নকে সফল করার জন্য কাজ করে যেতে হবে। লেগে থাকতে হবে শেষ পর্যন্ত, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। আত্মবলিদানের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে, প্রস্তুত থাকতে হবে যেকোনো ত্যাগের জন্য, জনগণের সেবা করার জন্য। আর সেজন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে আরো গভীরভাবে আত্মস্থ করতে হবে। সারা দুনিয়ার সর্বহারা ও নিপীড়িত জনগণের মুক্তির সংগ্রামে নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে উৎসর্গ করতে হবে।

***